অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

সংগৃহীত ছবি

অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাজধানীতে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ।

সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।

এ ছাড়া অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান এম শামসুল আলম লিটন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম বক্তব্য দেন।

সমাবর্তনে প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ তার বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের অভিনন্দন ও শুভ কামনা জানান। তিনি বলেন, ‘তোমরাই নতুন বাংলাদেশের কারিগর। জুলাই আন্দোলনে তোমাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি নতুন বাংলাদেশ।

তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হলো জ্ঞান ও উদ্ভাবনকে সমৃদ্ধ করা। আমাদের এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।’

সমাবর্তন বক্তা সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন সদ্য গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনাদের কয়েক বছরের মেধা ও পরিশ্রমের বিনিময়ে আপানার গ্র্যাজুয়েট সম্মান অর্জন করেছেন।

কিন্তু এটা শেষ নয় বরং শুরু। আপনারা আজ থেকে এমন এক বিশ্বে পা রাখছেন, যা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি এবং দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। আপনাদের সাফল্য নির্ভর করছে আপনাদের অব্যাহত প্রচেষ্টা, পরিশ্রম, সহনশীল আর পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতার ওপর।'

বিশেষ অতিথি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, একাদশ শতকের মহান বাঙালি পন্ডিত অতীশ দীপঙ্করের নাম-যশ ও কর্মের যথাযথ প্রতিফল ঘটিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ বাংলাদেশের উপযোগী নাগরিক গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে। আর এজন্য শিক্ষার্থীদের একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম কারিকুলামের ওপর জোর দেন তিনি।

অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান শামসুল আলম লিটন গ্রাজুয়েটদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'আজ আমাদের জন্য বিশেষ সম্মান ও গর্বের দিন। একই সাথে এটা আমাদের দায়িত্বশীলতা স্মরণ করিয়ে দেয়।'

তিনি বলেন, ‘দেশে ৪০ লাখ উচ্চ শিক্ষিত বেকার থাকার বাস্তবতা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাই অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় গুণগত ও যুগোপযোগী শিক্ষার পাশাপাশি বিশেষ দক্ষতা অর্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ইতোমধ্যে স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট এসডিআই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাস্তব যোগ্যতা, ডিজিটাল দক্ষতা ও ভোকেশনাল অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে আমাদের শিক্ষার্থীরা। আমাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার তারুণ্যে বিনিয়োগ। আমরা বলি তরুণদের শিক্ষায় বিনিয়োগ তাদের নিজেদের এবং দেশের সমৃদ্ধির মূল নিয়ামক।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মহামান্য রাষ্ট্রপতি এর পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি হিসেবে ইউজিসি’র চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এস. এম. এ. ফায়েজ গ্রাজুয়েট ও মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান ছাড়াও ২৭ জন শিক্ষার্থীকে বিশেষ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। এরমধ্যে ৬ জন চ্যান্সেলর’স অ্যাওয়ার্ড, ৫ জন বিওটি চেয়ারম্যান’স অ্যাওয়ার্ড এবং ১৬জন শিক্ষার্থীকে দেয়া হয় ভাইস চ্যান্সেলর’স অ্যাওয়ার্ড। ইউজিসি’র চেয়ারম্যান শিক্ষার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট ও মেডেল তুলে দেন। এবারের সমাবর্তনে সর্বমোট

২ হাজার ৩২৬ জন শিক্ষার্থীকে গ্রাজুয়েশন
ডিগ্রি প্রদান করা হয়।